সম্পাদকীয় ২...

রাজ্যের স্বার্থ দেখুন

বাংলার মুখ অনেক দেখা হইয়াছে, এ বার কি ভারতের মুখ? আপাতত এই প্রশ্নের সম্মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স তথা বি ই কলেজ। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব অনুসারে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র-চালিত আই আই টি হিসাবে স্বীকার করা হইবে কি না, সেই পরামর্শ চলিতেছে। প্রস্তাবটি কেবল এই দুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নয়, রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেও খুবই গুরুতর, কেননা ইহা কার্যকর হইলে এ রাজ্য তিন-তিনটি আই আই টি-র ঠিকানা হিসাবে এক দুর্লভ গৌরবের অধিকারী হইবে। প্রশ্ন হইল, রাজ্যের এই গৌরবকে বুকে টানিয়া লইতে আমাদের রাজ্য সরকার আদৌ কতটা উৎসাহী? যে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকার ‘আপগ্রেড’ বা মানোন্নয়নের জন্য নির্বাচন করিয়াছে, তাহার মধ্যে যে দুইটি বঙ্গীয় প্রতিষ্ঠান, তাহাদের মানোন্নয়নের প্রস্তাবে রাজ্য সরকার উদ্বুদ্ধ হইবেন কি? প্রশ্নটি উঠিতেছে কেননা এই প্রস্তাব যদি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়, তবে স্বভাবতই উল্লিখিত দুইটি প্রতিষ্ঠানের দায়ভার রাজ্য সরকারের হাত হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলিয়া যাইবে। সেই দায়ভারের মধ্যে আর্থিক হইতে ব্যবহারিক, সবই পড়ে। কেহ ভাবিতে পারেন রাজ্য সরকারের পক্ষেও তো ইহা সুসংবাদ, মানোন্নয়নের ফলে জাতীয় স্বীকৃতির গুরুত্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের অপনোদন, এক ঢিলে দুই লক্ষ্যভেদ হইবে। কিন্তু সকলেই অবগত আছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি, গুরুত্ব, মানোন্নয়ন ইত্যাদি কিছুই বোঝেন না, বোঝেন শুধু ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখিবার কলকৌশল। স্বভাবতই কেন্দ্রের এই প্রস্তাবে যাদবপুর ও শিবপুর সেই ক্ষমতাকব্জা হইতে বাহির হইয়া যাইবার দাখিল। অতএব, আলিমুদ্দিন, সাধু সাবধান।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যে তত্ত্বগত ভাবে বিরাট কিছু তফাত আছে তাহা নহে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ

কেন থাকিবে, এই প্রশ্ন দুই সরকারের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। তবু এখানে বিচার্য বিষয় দুইটি। এক, এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সর কারের হাতে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দায়ভার ন্যস্ত, আর্থিক দায় হইতে শিক্ষক নিয়োগ, সমস্ত ব্যাপারেই তাহাদের একচ্ছত্র অধিকার থাকিলেও মুরলীমনোহর জোশী প্রভৃতি দুই-একটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে সেই অধিকারের অপপ্রয়োগের প্রয়াস তুলনায় কম দেখা গিয়াছে। দুই, এখানে যে রাজ্যটির হাত হইতে কেন্দ্রের হাতে প্রাতিষ্ঠানিক ভার বদলের কথা ভাবা হইতেছে, তাহা যে-সে রাজ্য নয়, সাক্ষাৎ পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ ক্রমাগত শিক্ষার মান টানিয়া নামানোর কাজে সদাসচেষ্ট। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্র-রাজ্য দ্বন্দ্বের এক অতিরঞ্জিত প্রভাবও অনেক সময়ে এ রাজ্যের শিক্ষার ক্ষতিসাধন করিয়াছে। আজ কেন্দ্র-রাজ্য দ্বন্দ্বের সেই ঐতিহ্য বহুলাংশেই অতীত, বস্তুত এই মুহূর্তে কেন্দ্রে 'বন্ধু' সরকার বিরাজমান। আজও যদি পুরানো ভ্রান্তির মাসুল গনিয়া চলিতে হয়, তাহা হইবে অতীব দুর্ভাগ্যজনক। রাজ্য সরকারকে মনে রাখিতে হইবে, এখন উদ্দেশ্য কেবল বাংলা বা ভারতের জন্য প্রযুক্তিবিদ তৈরি নয়, বিশ্বমানের উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ তৈরি। এবং মনে রাখিতে হইবে, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট নহে, রাজ্যের স্বার্থই বড়।